জুলাই- ডিসেম্বর ২০১৬

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

আইইডির ভাইস চেয়ারম্যান ও জনউদ্যোগ আহ্বায়ক অধ্যাপক এইচ. কে. এস আরেফিন (১৯৪৭-২০১৬) এর মহাপ্রয়াণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও প্রথিতযশা নৃবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. হেলাল উদ্দিন খান শামসুল আরেফিন (এইচ. কে. এস আরেফিন) গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৭ প্রয়াত হয়েছেন। তিনি আইইডির ভাইস চেয়ারম্যান ও জনউদ্যোগের আহ্বায়ক ছিলেন। এছাড়া আগামী ২৭-২৮ জনুয়ারি ২০১৭ আইইডির আয়োজনে অনুষ্ঠিতব্য আদিবাসী সাংস্কৃতিক উৎসব ২০১৭ এর উৎসব আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আইইডি পরিবার গভীরভাবে শোকাহত।

১৯৭১ থেকে শুরু করে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে ও ১৯৯৭ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত নৃবিজ্ঞান বিভাগে তিনি অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপক আরেফিনের শিক্ষকতার কাল বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বয়সের সমান। শিক্ষকতা জীবনের প্রায় পুরোটাই তিনি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান, সম্প্রদায় উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক তত্ত্ব, দক্ষিণ এশিয়ার এথনোগ্রাফি এবং দক্ষিণ এশিয়ার সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যাপনা করেছেন। অধ্যাপক আরেফিনের গবেষণার মনোযোগ ছিলো সামাজিক স্তরায়ন, দক্ষিণ এশিয়ার সমাজ ও সংস্কৃতি, বাংলাদেশের সমাজ, ভূমি ব্যবস্থা ও কৃষি সমস্যা, জ্ঞাতি সম্পর্ক ও সামাজিক সংগঠন, নারী ও যৌনকর্মী এবং চিকিৎসা নৃবিজ্ঞান বিষয়ে। প্রায় ৬৯ বছরের জীবনে তাঁর অবদানকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো শিক্ষকতা ও গবেষণা, লেখালেখি, প্রথম প্রজন্মের নৃবিজ্ঞানী হিসেবে নৃবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে ভূমিকা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, আদিবাসী ও নাগরিক অধিকার আন্দোলনে যুক্ততা, একাডেমিক পত্রিকা সম্পাদনা ও অ্যাক্টিভিস্ট নৃবিজ্ঞানীর ভূমিকা পালন করেন।

অধ্যাপক আরেফিন ১৯৪৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলার গুলবাহার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রামের পোর্ট ট্রাস্ট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ সালে মাধ্যমিক ও ঢাকার তৎকালীন কায়েদে আজম কলেজ থেকে ১৯৬৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেন। এরপর ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে অনার্স ও ১৯৬৮ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। ১৯৭১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করার পর তিনি কানাডার মেমোরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে নৃবিজ্ঞানে আরেকটি মাস্টার্স করেন। পরবর্তীকালে ১৯৮৩ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সিরাকিউস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নৃবিজ্ঞানে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। মেমোরিয়াল বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর লিখিত মাস্টার্স থিসিস 'The Hindu Caste Model and the Muslim Systems of Stratification in Rural Bangladesh' বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের 'বর্ণপ্রথা' নিয়ে উল্লেখযোগ্য একটি গবেষণাকর্ম। হিন্দু সমাজের মতো মুসলিম সমাজে কোন বর্ণ প্রথা নেই এ রকম একটি সনাতনী ধারণাকে তিনি খারিজ করে মুসলিম সমাজেও বর্ণপ্রথা রয়েছে বলে দাবি করেন। ডক্টরাল গবেষণায় গ্রামীণ ও আধা-শহুরে সমাজকে নিয়ে লেখা তাঁর গবেষণা 'Changing Agrarian Structure in Bangladesh, Shimulia: A study of Peri-urban Village', যা বাংলায় 'শিমুলিয়া' নামে খ্যাত হয়। এই বইটি কালক্রমে বাংলাদেশে নৃবিজ্ঞানের একটি অনিবার্য রেফারেন্সে পরিণত হয়। এই গবেষণায় অধ্যাপক আরেফিন দাবি করেন, নগরায়নের প্রক্রিয়ায় শিমুলিয়া গ্রামটি খুব দ্রুতই তার পরিচিতি হারাবে এবং বৃহত্তর ঢাকার অংশে পরিণত হবে। পরিবর্তনশীল গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো উপলব্ধির জন্য এই গবেষণাটি নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান তথা সামাজিক বিজ্ঞানের বিস্তৃত পরিসরে সর্বজনগ্রাহ্য।

অধ্যাপক আরেফিনের গুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে 'বাংলাদেশের পতিতা নারী'; 'Different ways to support the rural poor: Effects of two development approaches in Bangladesh' ও 'বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নৃবিজ্ঞান (সম্পাদিত)' উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও গ্রামীণ সমাজে গোষ্ঠীপ্রথা, উন্নয়ন কর্মকান্ডে দরিদ্র জনগোষ্ঠী, মুসলিম সমাজে বংশগতি সংগঠন, রাষ্ট্র ও পতিতাবৃত্তি, বাংলা ভাষায় নৃবিজ্ঞান চর্চা, জ্ঞাতি সম্পর্ক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং বাংলাদেশের সমাজে উপ-সংস্কৃতি বিষয়ে লিখেছেন। পাশাপাশি বাংলাদেশের নগর সামাজিক কাঠামো নিয়ে তাঁর একটি অ-প্রকাশিত লেখা রয়েছে। তিনি নব্বইয়ের দশকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ সমালোচনা লেখেন।

আশি'র দশকের শেষে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও নব্বই দশকের শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞানের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চায় অধ্যাপক আরেফিনের অসামান্য অবদান রয়েছে। পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং বিস্তারে তিনি সমানভাবে অবদান রাখেন। ব্র্যাক ও ইনডিপেন্ডেন্টসহ কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি ইউরোপিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার অ্যান্ড পারফর্মেন্স স্টাডিজ বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে নৃবিজ্ঞান বিষয়ে পাঠদান করতেন।

অধ্যাপক ড. এইচ. কে. এস আরেফিনের মৃত্যুতে বাংলাদেশের নৃবিজ্ঞান চর্চায় একটি যুগের অবসান হলেও আগামী প্রজন্মের নৃবিজ্ঞানিক চিন্তা, গবেষণা ও কর্মতৎপরতায় তাঁর অবদান অফুরন্ত অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন।

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

জুলাই- ডিসেম্বর ২০১৬

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের সাহেবগঞ্জ বাগদাফার্মে আদিবাসী-বাঙালির ভূমি উদ্ধার আন্দোলনে হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরাম ও জনউদ্যোগ

বাংলাদেশের প্রাচীন মানববসতিপূর্ণ স্থান হলো মহাস্থানগড় বা পুন্ড্রবর্ধন। পুন্ড্র জনগোষ্ঠীকে উত্তরবঙ্গের জনজাতির মধ্যে সর্বাধিক প্রাচীন বলে মনে করা হয়। তাছাড়াও শবর, চন্ডাল, কাপালি, কৈবর্ত, কোচ, মেচ, পালিয়া, রাজবংশী, বাগদি, কাহার, বেদে, মালপাহাড়ি, সান্তাল, মুন্ডা, লোধা, খড়িয়া, ডোম, ভুঁইমালি, হাড়ি, কোল, মাহালি, উঁরাওসহ আরো অসংখ্য আদিবাসী বা ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠী উত্তরবঙ্গে বসতি গড়ে তোলে। এইসব জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে গাইবান্ধা জেলায় বসবাসরত আদিবাসীরা হচ্ছে মুলত পাহাড়ি, সাঁওতাল, মুন্ডা, মাহালি ও উঁরাও। গাইবান্ধা জেলার ৭টি উপজেলার মধ্যে গোবিন্দগঞ্জ ও সাদুল্যাপুরেই প্রায় ১১ হাজার আদিবাসীর বাস। এ সকল জাতিগোষ্ঠী নিজেদের আদিবাসী হিসাবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।

আদিবাসী শব্দটি বর্তমানে এই অর্থ বহন করে যে, এ অঞ্চলে বসবাসকারী যারা বংশানুক্রমে ভূমির সাথে সম্পর্কিত, নিজস্ব ভাষা আছে, জীবন-যাপন ও সংস্কৃতি বৈশিষ্ট্য আছে, চাষ-বাস ও শিকারের প্রথা আছে ও লোকজ্ঞান আছে। তাছাড়া সমাজ পরিচালন কাঠামো, বিচার ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, বিবাহ, আচার-অনুষ্ঠান সবকিছু স্বতন্ত্র ও বৃহত্তর মূলস্রোত সমাজ থেকে ভিন্ন।

সাহেবগঞ্জ বাগদা ফার্মের ভূমি উদ্ধার আন্দোলন

১৯৫৫-৫৬ সালের তৎকালীন পাকিস্তান সরকার রংপুর জেলার গাইবান্ধা মহকুমার গোবিন্দগঞ্জ থানার মহিমাগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের পাশে রংপুর সুগার মিল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। গোবিন্দগঞ্জ থানা হেডকোয়াটার থেকে ১০ কিলোমিটার পূর্বে চিনি কলটি স্থাপন করা হয়। চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনে আখ চাষের লক্ষ্যে জমি হুকুম দখল করার সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। ১৯৬২ সালে মিল থেকে ১৬-১৭ কিলোমিটার দূরে থানা সদরের পশ্চিমে আদিবাসী সান্তাল সম্প্রদায় ও বাঙালিদের ১৮৪২ একর জমি এক চুক্তির মাধ্যমে হুকুম দখল করা হয়। চুক্তিতে উল্লেখ করা হয় যে, উক্ত জমিতে কেবলমাত্র রংপুর চিনিকলের জন্য ইক্ষু চাষ করা হবে। অন্যথায় জমি আদি মালিক বা তাদের উত্তরসূরীদের ফিরিয়ে দিতে হবে।

দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার কারণে লোকসান হওয়ায় ২০০৪ সালে মিলটি লেঅফ ঘোষণা করা হয়। তখন থেকে আদিবাসীরা পূর্ব পুরুষদের জমি উদ্ধারে আন্দোলন শুরু করে এবং আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠিত করতে থাকে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে জেলা শহরে সাহেবগঞ্জ বাগদা ফার্ম ভূমি উদ্ধার কমিটি বিভিন্ন কর্মসূচির ঘোষণা দেয়। বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন সংবাদ সম্মেলন, মানববন্ধন, জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশসহ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। জনউদ্যোগ এসব আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করে। গত ১ জুলাই ২০১৬ সাহেবগঞ্জ বাগদা ফার্ম ভূমি উদ্ধার কমিটি বাগদা ফার্মের কিছু এলাকা তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ঘর-বাড়ি স্থাপন করে। ১৪ জুলাই স্থানীয় প্রভাবশালী সম্প্রদায় সে সব ঘরবাড়ি ভাংচুর এবং লুটপাট করে। এর প্রতিবাদে জনউদ্যোগ ১৬ জুলাই গাইবান্ধা শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করে। পরবর্তীতে জনউদ্যোগ জাতীয় কমিটি ও হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরামের প্রতিনিধি দল বাগদা ফার্ম এলাকা পরিদর্শন করে। এসময় আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে সমাবেশ করে এবং গাইবান্ধা শহরে সন্ধ্যায় সাংবাদিক নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করে। এছাড়াও ১৪ জুলাই এর ঘটনায় আন্দোলনরত বাঙালি-আদিবাসীদের বিরুদ্ধে মামলায় আসামিদের আইনগত সহযোগিতার ক্ষেত্রে জনউদ্যোগ প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। আন্দোলনের স্বপক্ষে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, সাংবাদিক, আইনজীবীদের মতে ঐক্যমত্য গড়ে তোলে জনউদ্যোগ।

গত ৬ নভেম্বর ২০১৬ স্থানীয় সংসদ সদস্য ও ইউপি চেয়ারম্যানের সহযোগিতায় পুলিশ ও মিল কর্তৃপক্ষ বাগদাফার্মে আদিবাসী সান্তালদের বসতিতে হামলা, গুলিবর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ করে। এতে তিনজন আদিবাসী নিহত এবং অনেকে আহত হয়। সন্ধ্যায় পুলিশ ও স্থানীয় দুষ্কৃতিকারীরা আদিবাসীদের ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং গবাদিপশুসহ ব্যাপক লুটপাটের ঘটনা ঘটে। পরদিন ৭ নভেম্বর মাদারপুর ও জয়পুর গ্রামে সকালে আবারও এই লুটপাট চলে। ওই দিন সন্ধ্যায় জনউদ্যোগ গাইবান্ধার আহ্বায়কসহ কমিটির অন্যান্য সদস্য ও সিপিবি-বাসদ কর্মীবৃন্দ জরুরি সভার মাধ্যমে করণীয় নির্ধারণ করেন। সভা থেকে দেশের বিভিন্নস্থানে আদিবাসীদের সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে কমিউনিস্ট পার্টি ও বাসদ ৮ নভেম্বর ২০১৬ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করে। গাইবান্ধা থেকে জনউদ্যোগ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ৮ নভেম্বর দ্রুত ঘটনাস্থল সান্তাল পল্লীতে যায় এবং তাদের পাশে থেকে এই সংকটকালে তাদের মনোবল জাগিয়ে তুলতে সহযোগিতা করে। ৮ তারিখে জনউদ্যোগের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দিনাজপুরের একটি স্থানীয় এনজিও ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসীদেরকে ১০ কেজি চাল, ১ কেজি ডাল ও ২ কেজি আলু সরবরাহ করে। পরবর্তীতে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের পক্ষ থেকে তাদের সহযোগিতা করে। ১৩ নভেম্বর স্থানীয় জনউদ্যোগের প্রতিনিধি দল মাদারপুর ও জয়পুর এলাকা পরিদর্শন করে এবং ঢাকা থেকেও আওয়ামী লীগের একটি তদন্তদল, মানবাধিকার ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থল মাদারপুর সান্তালপল্লী পরিদর্শন করে। ড. আবুল বারাকাত জানান, এই বাগদা ফার্ম অতীতে একজন সান্তাল আদিবাসী বাগদা সরেনের নামে নামকরণ করা হয়েছিল। তাই আপনাদের ভূমি আপনারই পাবেন। ঢাকা থেকে আগত মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি দলকে গাইবান্ধা জনউদ্যোগ সর্বাত্মক সহযোগিতা করে। একাত্তরের ঘাতক দালাল নিমূল কমিটির গণশুনানীতে জনউদ্যোগের সদস্য সচিব উপস্থিত ছিল। ধারাবাহিকভাবে আন্দোলনকারী, বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও স্থানীয় আদিবাসীদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

ঢাকায় গত ৬ ডিসেম্বর ২০১৫ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আন্দোলনকারী আদিবাসী-বাঙালিদের সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে জনউদ্যোগ এবং হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরাম। হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরাম রাজশাহী, শেরপুর ও দিনাজপুরে এবং জনউদ্যোগ রাজশাহী, শেরপুর, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, যশোর ও খুলনায় একই দাবিতে একাধিক মানববন্ধন ও সমাবেশ করে। এছাড়াও উভয় প্লাটফর্মের যৌথ উদ্যোগে ঢাকায় একাধিক মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। ঢাকার জাতীয় চক্ষুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে চিকিৎসারত দ্বিজেন টুডুর চিকিৎসার বিষয়ে নিয়মিত খোঁজখবর রাখছে জনউদ্যোগ।

জনউদ্যোগ এবং হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডার্স ফোরাম এভাবেই গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জের সাহেবগঞ্জ বাগদাফার্মে সান্তাল-বাঙালির ভূমি উদ্ধার আন্দোলনে সবসময় পাশে থেকে আন্দোলনকে যৌক্তিক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করেছে এবং আদিবাসীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যথাযথ ভূমিকা রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।।

জুলাই- ডিসেম্বর ২০১৬

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

ঢাকা

শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় করণীয় বিষয়ক সচেতনতামূলক কর্মশালা, কল্যাণপুর পোড়াবস্তি।

ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি)'র শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় করণীয় বিষয়ক একটি সচেতনতামূলক কর্মশালা আয়োজন করে। গত ১৮ নভেম্বর ২০১৬ অনুষ্ঠিত কর্মশালায় ঢাকার কল্যাণপুর পোড়াবস্তির স্কুল শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। আইইডি'র সহকারী সমন্বয়কারী ও জনউদ্যোগের সদস্য সচিব তারিক হোসেন-এর সঞ্চালনায় কর্মশালায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইয়ুথ ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস-এর প্রধান সমন্বয়ক ফেরদৌস আহম্মেদ উজ্জল। এছাড়াও আইইডি'র সহকারী সমন্বয়কারী সঞ্চিতা তালুকদার ও সহায়ক লিজা কুজুর, রাসেদুজ্জামান রাসেল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কেন এধরনের কর্মশালা শিক্ষার্থীদের সাথে আইইডি আয়োজন এবং এর গুরুত্ব কী- এসব বিষয়ে কথা বলেন তারিক হোসেন। তিনি শিক্ষার্থীদের বাড়ি, বিদ্যালয়, মহল্লাসহ সর্বত্র পরিচ্ছন্ন থাকার পাশাপাশি শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কমিটিসদস্যদের যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শৌচাগার পরিচ্ছন্ন রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ফেরদৌস আহমেদ উজ্জল বলেন, এটি মূলত শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়, যা শিশুকাল থেকেই তাকে আত্মনির্ভরশীল, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও দায়িত্বশীল হতে শেখায়। তাই এধরণের কর্মশালা বিশেষভাবে বস্তিতে বসবাসকারী নারী, পুরুষ ও শিশুদের জন্য জরুরি। তিনি সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহম্মেদের বাল্যজীবনের কথা উল্লেখ করে বলেন, পৃথিবীর বড় বড় মানুষ যারা হয়েছেন বা আছেন তারা অধিকাংশই এধরনের পরিবেশে বেড়ে ওঠা। তারা একাধারে বাড়ি এবং বিদ্যালয়ে লেখাপড়া, খেলাধুলা ও পরিচ্ছন্নতার কাজ করেই মহান হয়েছেন। এক্ষেত্রে শিশুদের বিকাশে পিতামাতা ও অভিভাবকগণের আচরণ ও দায়িত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সঞ্চালক শিক্ষার্থীদের তিনটি গ্রুপে ভাগ করে 'আমরা কী করি' এবং 'আমাদের কী করা উচিৎ' দলীয় কাজ প্রদান করেন। শিক্ষার্থীরা বেশ আগ্রহ ও উৎসাহসহকারে এই কাজ করে নিজ নিজ গ্রুপের আলোচনা উপস্থাপন করে। দলীও কাজ থেকে নিজেরাই তাদের দৈনন্দিন ভুলগুলো খুঁজে বের করে, এবং তা এখন থেকেই শুধরে নেবার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ ও শৌচাগার নিজ উদ্যোগে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, আমরা এখন থেকে নিয়মিত এ বিষয়ে নজর রাখবো এবং কর্তৃপক্ষেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করবো।

বস্তিতে কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে গ্রুপ বা দল করে তাদের এ ধরনের কর্মশালায় সম্পৃক্ত করতে পারলে এই উদ্যোগ আরও ফলপ্রসূ হবে।

ময়মনসিংহ কেন্দ্র

এলাকার দীর্ঘদিনের ভোগান্তির অবসান

ময়মনসিংহ পৌরসভার ১৮ নং ওয়ার্ডের র‍্যালির মোড় এলাকাবাসীর একমাত্র চলাচলের রাস্তার পাশের ড্রেনটি দীর্ঘদিন যাবৎ অকেজো ছিল। তাই অল্প বৃষ্টি কিংবা বাসা বাড়ির ব্যবহৃত পানি সঠিকভাবে নিষ্কাশন না হওয়ায় অল্পতেই জলাবদ্ধতার তৈরি করতো। জলাবদ্ধতার ভোগান্তি থেকে উত্তরণের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করেও কোন সুষ্ঠ সমাধান না হওয়ায় আইইডি ময়মনসিংহ কেন্দ্র দ্বারা সংগঠিত সূর্যমূখী পুরুষ দলের সদস্যগণ ৮ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে তাদের ত্রৈমাসিক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার এর সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারে উক্ত রাস্তাসহ ড্রেনটি পৌরসভা থেকে মেরামত করে দিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন কারণ ময়মনসিংহ বিভাগ হওয়ার কারণে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নগর উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছে কিন্তু উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হতে আরো দীর্ঘ সময় লাগবে। তাই সূর্যমূখী পুরুষ দলের সদস্যগণ সিদ্ধান্ত নিয়ে তহবিল সংগ্রহ করে কমিটির মাধ্যমে ইট, বালু, সিমেন্ট ক্রয় করে নিজেদের কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে ড্রেন সংস্কার করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১২ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে পুরুষ দলের সদস্য বাদল, আজিম, রাব্বী ও কমিউনিটি ফোরাম কমিটির নেত্রী নূরজাহান বেগমের নেতৃত্বে ড্রেনের সংস্কার কাজ শুরু করে। সারাদিন স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে তারা একমাত্র চলাচলের রাস্তার ড্রেনটির কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। উক্ত ড্রেনটির কাজ সম্পন্ন করায় র‍্যালিরমোড় এলাকাবাসীর কাছে সূর্যমূখী পুরুষ দলের সদস্যগণ আস্থা ও সুনাম অর্জন করে।

দীর্ঘদিনের এই ভোগান্তির অবসানে এলাকাবাসী অত্যন্ত খুশি এবং সন্তোষ প্রকাশ করে পুরুষ দলের উদ্যোমী সদস্য বাদল, আজিম, রাব্বীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই ড্রেনের কাজ সম্পন্ন করার পর পুরুষ দলের সদস্যগণ বলেন নিজেরা উদ্যোগী হলে এলাকার উন্নয়নসহ পরিবেশ রক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করা যায় এবং প্রত্যেক নাগরিকেরই দায়বদ্ধতা আছে নিজের এলাকার উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষা করার। একজন উন্নয়ন কর্মী হিসেবে আমরাও মনে করি র‍্যালিরমোড় এলাকার সূর্যমুখী পুরুষ দলের সদস্যদের মতো প্রত্যেক এলাকার জনসাধারণের দায়বদ্ধতা আছে নিজের এলাকার উন্নয়ন ও পরিবেশ রক্ষায় কাজ করার।

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

জুলাই- ডিসেম্বর ২০১৬

যশোর কেন্দ্র

পরিবর্তনের জন্য চাই ইতিবাচক মনোভাব

মমতাজ বেগম পেশায় একজন শাড়ি বিক্রেতা। তিনি বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে শাড়ি বিক্রি করেন এবং সেই উপার্জন থেকে ২ সন্তানসহ ৪ জনের সংসারে চালান। তিনি ধর্মতলা এলাকায় আইইডি'র সংগঠিত তারা নারী দলের সদস্য। তিনি নিয়মিত দলীয় সভায় অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন সচেতনতা বিষয় সম্পর্কে জানতে পারেন বিশেষ করে নারীর অধিকার, ছেলেমেয়েদেরকে নিয়মিত স্কুলে পাঠানো, বিভিন্ন ফোরামের সাথে যুক্ত হওয়া, সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও ছেলেমেয়েদের খেলাধুলা উৎসাহ প্রদান ইত্যাদি। একদিন শাড়ি বিক্রির সময় যশোর ক্যান্টনমেন্টের সুইমিং পুলে মেয়েদের সাঁতার কাটতে দেখেন। তখনি মমতাজ সিদ্ধান্ত মেয়েকে সাঁতার শেখানোর জন্য স্টেডিয়ামে সুইমিং কমপ্লেক্সে যোগাযোগ করে সাঁতারে ভর্তি করে দেন। এসময় তিনি তার শাড়ি বিক্রির টাকা দিয়েই সাঁতার শেখার খরচ বহন করেন। অন্যদিকে তার স্বামী সাঁতার শেখানোর বিপক্ষে ছিলেন। মেয়ে মুক্তা সাঁতার শিখে যশোর জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানের অধিকারী হয়ে পদক, সনদ ও টাকাসহ অসংখ্য পুরস্কার লাভ করে। মুক্তা এখন সেরা সাঁতারু প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ঢাকা মিরপুর সুইমিং কমপ্লেক্সে প্রশিক্ষণরত রয়েছে। মমতাজের এ উদ্যোগ এলাকায় ব্যপক সাড়া ফেলেছে। মমতাজ বলেন, কোন ভাল উদ্যোগ গ্রহণের জন্য টাকা নয় বরং প্রয়োজন ইতিবাচক মনোভাব।

নারায়নগঞ্জ

ভোটার লিস্ট অডিট

আইইডি, ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইডব্লিউজি)এর সদস্য সংস্থা হিসেবে "Strengthening Civic Engagement in Elections and Political Processes for Enhanced Transparency and Democratic Accountability." প্রকল্পের মাধ্যমে জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৬ সময়কালে ও ইডব্লিউজি'র সহায়তায় ভোটার লিস্ট অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ২০১৫ সালে প্রস্তুতকৃত হালনাগাত ভোটার তালিকার সঠিকতা ও সামগ্রিকতা নিরূপণের জন্য ইডব্লিউজি'র পক্ষ থেকে ভোটার তালিকা অডিটের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

আইইডি ইডব্লিউজি'র সক্রিয় সদস্য হিসেবে ভোটার লিস্ট অডিট কার্যক্রমটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সহযোগী ৭টি সংস্থার মোট ২৫জন তথ্যসংগ্রহকারীকে ১ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এই কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

সম্পাদিত কার্যক্রমের উদ্দেশ্য

- ভোটার তালিকার ভুল-ত্রুটি সঠিকভাবে চিহ্নিত করা
- ভুল-ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকার সংশোধনের কার্যকর উপায় নির্ধারণ করা
- নির্বাচনী প্রশাসন ব্যবস্থাপনার উপর ভোটারদের আস্থা গড়ে তোলা
- নির্বাচনী ফলাফলের উপর ভোটারদের আস্থা গড়ে তোলা

আইইডি গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলা ও মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ ও শ্রীমঙ্গল উপজেলায় মোট ২টি জেলার ৬টি উপজেলায় ৬ জন তথ্যসংগ্রহকারী দ্বারা ভোটার লিস্ট অডিট করা হয়। ভোটার তালিকার ভুল-ত্রুটি সঠিকভাবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ভোটারগণ তথ্যসংগ্রহকারীকে সঠিক তথ্য প্রদানে সহায়তা করেন।

এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট অব ইন্ডিজেনাস পিপলস প্রজেক্ট

বিকল্প পেশার সন্ধানে শিপেন তির্কী

শিপেন তির্কী রাজশাহী জেলার অন্তর্গত পুঠিয়া থানার সাতবাড়িয়া গ্রামের রামকান্ত তির্কী ও বুলি রানীর ছোট সন্তান। দুই ভাই এক বোনের মধ্যে সে সবার ছোট। বাবা মা দিন মজুর। সহায় সম্বল বলতে বাড়ির ৩ শতক ভিটে। বাবা মায়ের ইচ্ছা অন্তত ছোট ছেলে লেখাপড়া শিখে চাকরি করবে। কিন্তু অর্থের অভাবে সে স্বপ্ন যে আশার দুরাশা। বাবা মায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা এবং শিপেনের নিজের ইচ্ছা ও আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বেশি দূর লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। অভাবি সংসারে থেকে হাজারো সমস্যার মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করেন। এরপর তার পক্ষে লেখাপড়া চলমান রাখা আর সম্ভব হয়নি। এইচএসসি পাশের পর বিভিন্ন জায়গায় চাকরি সন্ধান করেন কিন্তু চাকরি নামক সোনার হরিণ মেলেনি। এই হতাশার মাঝে হঠাৎ একদিন আদিবাসী ছাত্র পরিষদের সাবেক সভাপতি উপেন রবিদাস এর মুখে প্রথম আইইডি'র "আদিবাসীদের ক্ষমতায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প" এর কথা জানতে পারেন। পরবর্তীতে আইইডির অ্যাডভোকেসি কর্মকর্তা মি. হরেন্দ্রনাথ সিং ও উন্নয়ন কর্মকর্তা অলি কুজুর রাজশাহী ফেলো আন্দ্রিয়াস বিশ্বাসের আয়োজনে সাতবাড়ীয়া গ্রামে প্রকল্প সর্ম্পকে উঠান বৈঠকে আলোচনা করেন। শিপেন তির্কী আইপি দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পেরে আইইডি বরাবর কম্পিউটার সার্ভিসিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য আবেদন করেন। পরে প্রশিক্ষণার্থী হিসাবে নির্বাচিত হয়ে রাজশাহী শহরের কোর্ট বাজারে অবস্থিত "কম্পিউটার ক্লিনিক" নামক সার্ভিসিং সেন্টারে তিন মাসের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কম্পিউটার ক্লিনিকের মালিক ও সিপেন তির্কীর প্রশিক্ষক যোগলুল মোহন

এর তত্ত্বাবধানে তিন মাস হাতে কলমে সফল প্রশিক্ষণ গ্রহণ শেষে বাড়ী ফিরে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকরি গ্রহণ না করে ফেলো আন্দ্রিয়াস বিশ্বাস এর পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদানের ফলে নিজেই স্থানীয় মোল্লাপাড়া বাজার পুঠিয়াতে একটি বেসরকারি সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে "আরসি কম্পিউটার" এর দোকান দিয়ে মোবাইল মেরামত ও কম্পিউটার সার্ভিসিং এর ব্যবসা শুরু করেছেন। শিপেন তির্কী ও তার পরিবার ব্যবসার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ সুখের স্বপ্ন দেখছেন। এটি নিঃসন্দেহে তার সাহসী পদক্ষেপ যা অন্যান্য বেকার আদিবাসী যুবসমাজকে উৎসাহিত করবে।

জুলাই - ডিসেম্বর ২০১৬

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

জনউদ্যোগ

জনউদ্যোগ-যশোর
মৃতপ্রায় ভৈরবের প্রাণপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বহতা নদের রূপ দিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে সকল পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্মারকলিপি প্রদান।

ভৈরব নদ সংস্কার ও খনন করে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠার দাবি যশোরবাসীর দীর্ঘদিনের। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালের ২৭ ডিসেম্বর যশোর সফরকালে জেলাবাসীর দাবির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে ভৈরব সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নির্দেশও দিয়েছেন। সরকার ২০১৩ সালের ৩ আগস্ট জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন গঠন করে। ৫ আগস্ট থেকে কমিশন কাজ শুরু করলেও ভৈরব নদ নিয়ে কোন কাজ হচ্ছে তা আমাদের কাছে দৃশ্যমান হয়নি। সম্প্রতিকালের প্রতিশ্রুত প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ভৈরব নদ সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যশোরবাসী বহতা ভৈরব দেখতে চায়। গত ২৫ অক্টোবর ২০১৬ জনউদ্যোগ যশোর সন্ধ্যা ৬.০০ টায় আইইডি যশোরকেন্দ্র কার্যালয়ে জনউদ্যোগ যশোর কমিটির সভার আয়োজন করে। সভায় সকলের সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত অনুযায়ি যশোর জেলা প্রশাসকের সঙ্গে শহরের সকল রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং সুধিজনদের নিয়ে মতবিনিময়ের মাধ্যমে মৃত প্রায় ভৈরবের প্রাণ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বহতা নদের রূপ দিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে সকল পদক্ষেপ দ্রুত গ্রহণের জন্য জনউদ্যোগ যশোর ২৬ অক্টোবর ২০১৬ যশোর জেলা প্রশাসকের নিকট এক স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। উক্ত স্মারকলিপি প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনউদ্যোগ যশোরের আহ্বায়ক এম আর খায়রুল উমাম, সদস্য ধনঞ্জয় বিশ্বাস, জনউদ্যোগ সদস্য ও ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ও মাহবুবুর রহমান মজনু, আইইডি যশোর কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক বীথিকা সরকার এবং জনউদ্যোগ যশোরের সদস্য সচিব ও আইইডির উন্নয়ন কর্মকর্তা বি.এম.দিদার উদ্দীন।

খুলনা জনউদ্যোগ

মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে উন্নয়নের নামে নদী দখল

নগরীর একটু বৃষ্টিতে তলিয়ে যায় গোটা খুলনা নগরী। জলবদ্ধতা নিরসন খুলনাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি। এই দাবি নিরসনের জন্য নগরবাসীর ২২টি খালের উপর অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের কথা বার বার চলে আসছে। জনউদ্যোগের প্রচেষ্টা ও খুলনাবাসীর অংশগ্রহণের ফলে কিছুটা হলেও দখল মুক্ত হয়েছে। এই কাজের অগ্রভাগে ছিলেন খুলনা সিটি কর্পোরেশন। কিন্তু বর্তমান চিত্র পাল্টে যাওয়ায় খুলনাবাসী ক্ষুব্ধ ও হতাশ। লিলিয়ার পার্কের প্রকল্প দেখিয়ে ময়ূর নদীতে স্থাপনা তৈরি করতে চায় স্বয়ং সিটি কর্পোরেশন যা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। নদী ও খাল ভরাট করে এ পার্ক করা হলে তা হবে খুলনা নগর ধ্বংসের অন্যতম কারণ। নদী ও খালের অংশ বাদ দিয়ে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তাতে কারো আপত্তি বা সৌন্দর্য হানির কোন কারণ নেই, এভাবে বললেন জনউদ্যোগ আয়োজিত মানববন্ধনে উপস্থিত নাগরিক নেতৃবৃন্দ।

মহামান্য হাইকোর্টের ও নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ময়ূর নদীর উপর খুলনা সিটি কর্পোরেশন কেসিসির স্থাপনা তৈরির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে নদী প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা তৈরি না করতে খুলনা সিটি কর্পোরেশনকে নির্দেশ দেন। জনউদ্যোগ শুরু থেকেই এর প্রতিবাদ করে বিবৃতি প্রদান করলে আদালত এ নিষেধাজ্ঞা প্রদান করে।

এই নির্দেশ উপেক্ষা করে সিটি কর্পোরেশন নদীর জায়গা দখল করে লিলিয়ার পার্কেও কাজ শুরু করে। মহামান্য হাইকোর্টের ও নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যানের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষার প্রতিবাদে গত ২১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা ১১টায় ময়ূর নদীর উপর (গল্লামারী ব্রিজ) বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি এইচ এম শাহাদৎ-এর সভাপতিত্বে জনউদ্যোগ, খুলনা ও সেফের যৌথ আয়োজনে মানবন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানববন্ধন সঞ্চালনা করেন জনউদ্যোগ খুলনার সদস্য সচিব মহেন্দ্র নাথ সেন ও সেফের মো. আসাদুজ্জামান।

মহানগর জাসদের সাধারণ সম্পাদক খালিদ হোসেন বলেন, আমারা উন্নয়নের বিপক্ষে নই, তবে উন্নয়নটি হতে হবে পরিকল্পিত। আজ যে গল্লামারী ব্রিজটি হয়েছে সেটি অপরিকল্পিত হওয়ার যন্ত্রণা খুলনাবাসীকেই দীর্ঘদিন ধরে ভোগ করতে হবে। ২২টি খালের অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদের দাবি খুলনাবাসীর দীর্ঘদিনের। খুলনা সিটি কর্পোরেশন (কেসিসি) কর্তৃক এর একটি তালিকাও তৈরি করা হয়েছে। দখলমুক্ত করার দায়িত্ব যাদের তারাই যদি দখল করে তাহলে এই দুঃখ খুলনাবাসীর রয়ে যাবে। তিনি বলেন কেসিসি যদি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ না করে তাহলে খুলনাবাসী এই আন্দোলন চালিয়ে যাবে। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টিও এস এম ফারুক-উল-ইসলাম বলেন, নদ-নদী ধ্বংস করে কোন উন্নয়ন হতে পারে না। মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশ উপেক্ষা করা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। যেখানে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সরেজমিনে দেখে এই স্থাপনা বন্ধের নির্দেশ দিলেন সেখানে হঠাৎ করে নির্দেশ অমান্য করে কাজটি করা যথার্থ নয়। তিনি অনতিবিলম্বে নদীর ভিতরের স্থাপনার অংশটুকু ভেঙে ফেলার দবি জানান।

এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নারী নেত্রী সিলভী হারুণ, আমরা খুলনাবাসীর মাহাবুবুর রহমান খোকন, খুলনা পোল্ট্রি ফিস ফিড শিল্প দোকান মালিক সমিতির মহাসচিব এসএম সোহরাব হোসেন, সাংবাদিক দেবনাথ রনজিৎ কুমার রনো, গ্লোবল, খুলনার শাহ মামুনর তুহিন, ছায়াবৃক্ষের প্রধান নির্বাহী মো. মাহাবুবুল আলম বাদশা, শেখ আব্দুল হালিম, ডা. সৈয়দ মোসাদ্দেক হোসেন বাবলু, খ ম শাহিন, সাংস্কৃতিক কর্মী নাসিম রহমান কিরণ, দিলীপ মন্ডল, মো. মাহাবুব আলম, শ্যামল সরকার , এস এম সিরাজুল ইসলাম, রেবা বেগম , জয়া শর্মা, সেফের দীপক কুমার দে, মাহামুদা ইয়াসমীন, সুব্রত সাহা প্রমুখ। বক্তাগণ বলেন, শুরু থেকেই আমরা নদী দখল না করেই পার্ক স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করে আসছি। এতদিন নদীর ওপর হাত পড়েনি। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে লক্ষ্য করছি, নদীর মধ্যেই স্থাপনা তৈরি করা হচ্ছে। তাছাড়া পাড় বাঁধানোর নামে নদীর অনেক জায়গা দখল করা হয়েছে। এমনিতেই নদীটির অনেক স্থান প্রভাবশালীদের দখলদাররা দখল করে রেখেছে, এখন স্বয়ং সিটি কর্পোরেশন ময়ূর নদীকে ধ্বংস করছে। এসব স্থাপনা নির্মাণ হলে নদীটি আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যাবে। নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, ময়ূর নদী খুলনার একমাত্র নদী যে নদী দিয়ে নগরের পানি নিষ্কাশিত হয়। তাই সিটি করপোরেশনকেই এ নদীটি রক্ষা করতে হবে। নগরের সৌন্দর্য রক্ষা করতে গিয়ে নদীর অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ুক, তা আমরা মেনে নিতে পারি না। সভায় পরবর্তীতে এই দাবি না মানলে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশের আহবান জানান হয়।

পরবর্তীতে এ দাবির প্রেক্ষিতে বেশ কিছুদিন কাজ বন্ধ রাখার পর খুলনা সিটি করপোরেশন আবারো পার্ক নির্মাণের কাজ শুরু করলে গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ জনউদ্যোগ, খুলনা ও সেফ'র আয়োজনে মহামান্য হাইকোর্টের ও নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান নির্দেশ উপেক্ষা করে ময়ূর নদীর উপর কেসিসির স্থাপনা নির্মাণ করার প্রতিবাদে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশ করা হয়। জেলা প্রশাসকের পক্ষে স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. জাহাঙ্গীর হোসেন। পেশকালে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির সভাপতি এইচ এম শাহাদৎ, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির মফিদুল ইসলাম, এস এম ফারুক-উল-ইসলাম, বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার অ্যাড. মোমিনুল ইসলাম, খুলনা পোল্ট্রি ফিস ফিড শিল্প দোকান মালিক সমিতির মহাসচিব এসএম সোহরাব হোসেন, ইউমিনিটি ওয়াচের মো: শরিফুল ইসলাম সেলিম, জনউদ্যোগে সদস্য সচিব মহেন্দ্র নাথ সেন , সেফ'র আসাদুজ্জামান, মো: মাহাবুব আলম, শ্যামল সরকার, এস এম সিরাজুল ইসলাম, রেবা বেগম, জয়া শর্মা, দীপক কুমার দে, মাহামুদা ইয়াসমীন, সুব্রত সাহা প্রমুখ। স্মারকলিপিতে বক্তরা বলেন, শুরু থেকেই আমরা নদী বাঁচিয়ে পার্ক স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করে আসছি। এত দিন নদীর ওপর হাত পড়েনি। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে লক্ষ্য করছি, নদীর মধ্যেই স্থাপনা নির্মাণ করা হচ্ছে। তা ছাড়া পাড় বাঁধানোর নামে নদীর অনেক জায়গা দখল করা হয়েছে। এমনিতেই নদীটির অনেক স্থান প্রভাবশালীদের দখলে চলে গেছে। আর এসব স্থাপনা নির্মাণ হলে নদীটি আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু নগরের সৌন্দর্য রক্ষা করতে গিয়ে নদীটির অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ুক, তা কারও কাম্য নয়।

জুলাই- ডিসেম্বর ২০১৬

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

হাওর প্রকল্প

ইউনিয়ন পরিষদের নবনির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় আইইডি'র হারমোনাইজ দি অ্যাকশন এগেনস্ট ইনইক্যুলিটি অ্যান্ড অপ্রেশন অব রাইটস (হাওর) প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে উপজেলা প্রশাসন ও স্ব স্ব ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায় কর্মএলাকার ৭টি ইউনিয়নের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্যদের আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানসমূহে স্বস্ব ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ, সদ্য সাবেক চেয়ারম্যান ও সদস্য, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ অতিথি ২৫২ জন অংশগ্রহণ করেন।

হাওর প্রকল্পের প্রতিনিধির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্থানীয়সরকার অধ্যাদেশ-২০০৯ এর আলোকে ইউনিয়ন পরিষদের সুশাসন, সিটিজেন ফোরাম কর্তৃক সুশাসন কার্যক্রমের বিবরণ ও বিভিন্ন ডকুমেন্টেশন উপস্থাপন করা হয়। উন্মুক্ত আলোচনা শেষে সদ্য সাবেক জনপ্রতিনিধি নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ফুলের তোড়া উপহারের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা প্রদান করেন। এইবারই প্রথম জনপ্রতিনিধিরা সংবর্ধিত হয়েছেন। উপস্থিত অতিথিবৃন্দ করতালির মাধ্যমে নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সংবর্ধনা জানান। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিবৃন্দ আলোচনায় বলেন, এ ধরনের অনুষ্ঠান মোহনগঞ্জে এযাবৎ কোন সংস্থা এভাবে করে নি। তাই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সকলেই আইইডিকে ধন্যবাদ জানান। এ ধরনের অনুষ্ঠান ইউনিয়ন পরিষদ বিশেষভাবে স্থানীয় সরকারকে শক্তি ও স্বচ্ছ করতে আরও সহায়তা করবে।

জুলাই ২০১৬ থেকে অক্টোবর ২০১৬ পর্যন্ত হাওর প্রকল্পের সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ

- মাসিক ওয়ার্ড প্লাটফরম সভা ২৫২ টি
- ওয়ার্ড প্লাটফরমের পরিকল্পনা অনুশিলন ৬৩ টি
- দ্বিমাসিক কমিউনিটি ফোরাম সভা ১২ টি
- দলপরিদর্শন ৪৮৬ টি
- নব নির্বাচিত ইউনিয়ন জনপ্রতিনিধিবৃন্দের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান ৭ টি।

অনুর্ধ্ব ১৬ নারী ফুটবল দলকে বাসে লাঞ্ছনা ও তাসলিমার বাবাকে মারধরের প্রতিবাদে সমাবেশ

ইনস্টিউটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি) সহায়তায় জনউদ্যোগ এর আয়োজনে গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে, অনুর্ধ্ব ১৬ নারী ফুটবল দলকে বাসে লাঞ্ছনা ও তাসলিমার বাবাকে মারধরের প্রতিবাদে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের সাধারণ সম্পাদক শম্পা বসুর সভাপতিত্বে ও যুব ইউনিয়ন ঢাকা মহানগর কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক যুবনেতা রাসেল ইসলাম সুজনের সঞ্চলনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক অধিনায়ক, ডাকসুর সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক কায়ছার হামিদ, বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সভাপতি কাফি রতন, আসাদুজ্জামান মাসুম, মানবেন্দ্র দেব, যুব ইউনিয়ন ঢাকা মহানগর কমিটির সভাপতি রিয়াজউদ্দিন, আদিবাসী যুব পরিষদের সভাপতি হরেন্দ্রনাথ সিং এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন প্রিন্স। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি আসলাম খান, উদীচীর কোষাধ্যক্ষ বিমল মজুমদার, ঢাকা মহানগর যুব ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আশিকুল ইসলাম জুয়েল, ডমিনিক ক্যাডেট গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ইদ্রিস আলী প্রমুখ।

সভায় বক্তারা দেশে নারীদের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডসহ সকল প্রকার কর্মকান্ডে এগিয়ে আসার জন্য এবং এক্ষেত্রে সমাজের সকল বৈষম্য দূর করে একটি সমতাভিত্তিক মানবিক ও শোষণহীন সমাজ কায়েমের উপর গুরুত্ব দিয়ে সমাজ পরিবর্তনে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। নারীরা এগিয়ে আসলে দেশ থেকে জঙ্গীবাদ ও উগ্রসাম্প্রদায়িকতা দূর করা সম্ভব।

সমাবেশে কায়ছার হামিদসহ নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রয়োজনে এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেয়া যেতে পারে। আমরা বাংলাদেশকে একটি প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল এবং অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। পরিবহনে নারীদের নিরাপত্তার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে বক্তাগণ এক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠন সমূহের নেতৃবৃন্দর প্রতি শ্রমিকদের সচেতন করে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সমাবেশে বক্তারা অবিলম্বে সকল স্তরে দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি ও লাঞ্ছনাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

জনউদ্যোগের আয়োজনে শেরপুর, রাজশাহী, খুলনা, নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহেও অনুরূপ কর্মসূচি একযোগে পালিত হয়।

শেরপুর

এএফসি অনুর্ধ্ব-১৬ নারী ফুটবলে ইতিহাসগড়া কলসিন্দুরের নারী ফুটবলারদের ভোগান্তি, লাঞ্ছনা, হয়রানির প্রতিবাদে শেরপুরে ৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জনউদ্যোগ শেরপুর জেলা কমিটির আয়োজনে শহরের প্রাণকেন্দ্র নিউমার্কেট মোড়ে সকাল সাড়ে ১০টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত দুই ঘন্টাব্যাপী এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জনউদ্যোগ শেরপুর কমিটির আহ্বায়ক শিক্ষক আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশ সঞ্চালনা করেন সদস্য সচিব হাকিম বাবুল। জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা-কোচ-খেলোয়াড় ছাড়াও মহিলা পরিষদ, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, শারি, কমিউনিস্ট পার্টি, মানবাধিকার কমিশন, উদীচী, এইচআরডি, স্থানীয় সাংবাদিক ও সুধীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশ থেকে এ ঘটনায় বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের চরম দায়িত্বহীনতায় ক্ষোভ প্রকাশ করে ঘটনার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

ময়মনসিংহ

৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বিকাল ৪টায় স্থানীয় শহীদ ফিরোজ জাহাঙ্গীর চত্বরে জনউদ্যোগ ময়মনসিংহ কমিটির আয়োজনে "নারী ফুটবলারদের প্রতি কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা ও অবহেলার প্রতিবাদে এবং তাদেরকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান ও নিরাপত্তা বিধানের দাবিতে" মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। উক্ত মানববন্ধন কর্মসূচিতে জনউদ্যোগ, যুব ও সাংস্কৃতিক ফোরাম, বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ব্যক্তিবর্গসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন জনউদ্যোগ ময়মনসিংহ কমিটির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম চুন্নু। এতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন পন্ডিতপাড়া এ্যাথলেটিক ক্লাবের সভাপতি ও পৌরমেয়র মো: ইকরামুল হক টিটু, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ জাহান চৌধুরী শাহীন, জনউদ্যোগ ময়মনসিংহ কমিটির সদস্য অ্যাড. আব্দুল মোত্তালেব লাল, অ্যাড. আবুল কাশেম, যাদব সেন, মো: সিদ্দিকুর রহমান, মোয়াজ্জেম হোসেন বাবুল, জনউদ্যোগ কমিটির উপদেষ্টা অ্যাড. এমদাদুল হক মিল্লাত, ইয়াজদানি কোরায়শী কাজল, আইইডির ব্যবস্থাপক নাসরীন বেগমসহ অন্যান্য সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

খুলনা

এএফসি অনুর্ধ্ব-১৬ নারী ফুটবলের বাছাইপর্বে এদেশের নারী ফুটবলাররা লাল-সবুজ পতাকার সম্মান আরো উর্ধ্বে তুলে ধরেছে। দেশের জন্য গৌরব বয়ে এনেছে। তাদের অসাধারণ নৈপুণ্যে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে টুর্নামেন্টের চূড়ান্তপর্বে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ। ইতিহাসগড়া কলসিন্দুরের নারী ফুটবলারদের ভোগান্তি, লাঞ্ছনা, হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। এর প্রতিবাদে নগরীর পিকচার্স প্যালেস মোড়ে জনউদ্যোগ খুলনার আয়োজনে গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬, অনুর্ধ ১৬ নারী ফুটবল দলকে বাসে লাঞ্ছনা ও তাসলিমার বাবাকে মারধরের প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়। অ্যাডভোকেট কুদরত-ই-খুদার সভাপতিত্বে ও মহেন্দ্রনাথ সেনের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে বক্তাগণ ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

রাজশাহী

একই দাবিতে রাজশাহী মহানগরীর সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে রাজশাহী জনউদ্যোগ। প্রশান্ত কুমার সাহার সভাপতিত্ব কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ কুমার রাজ সরকার, মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান আলী বরজাহান, উপাধ্যক্ষ কামরুজ্জামান, দিলীপ কুমার ঘোষ, শান্তি রঞ্জন ভৌমিক, সুভাষচন্দ্র হেমব্রম, শিউলী নাদিয়া মার্ডী, রনজিৎ কুমার দাস প্রমুখ।

নেত্রকোনা

নেত্রকোনা প্রেসক্লাবের সামনে ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ একই দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে নেত্রকোনা জনউদ্যোগ। অধ্যাপক কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে ও শ্যামলেন্দু পালের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন জেলা রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হোসেন টুকু, মুক্তিযোদ্ধা হায়দার জাহান চৌধুরি, আফম রফিকুল ইসলাম আপেল, মুস্তাফিজুর রহমান খান, একেএম আব্দুল্লাহ, কামাল হোসেন, আল্পনা বেগম প্রমুখ।

জনউদ্যোগ জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব তারিক হোসেন মিঠুল, সমাজতান্ত্রিক ফ্রন্টের শ্রমিক নেতা ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সাবেক সভাপতি খালেকুজ্জামান লিপন, ভ্যানগার্ডের পরিচালক জুলফিকার আলী, ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি খান

নেত্রকোনা

শিশু ও নারীর সামাজিক নিরাপত্তায় গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক মতবিনিময়সভা

নেত্রকোনাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে শিশু ও নারী নির্যাতন দিনদিন বেড়েই চলেছে। তাদের চলাফেরা ঝুঁকির মধ্যে আছে। অপহৃত হচ্ছে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও কিশোর-কিশোরীরা। ধর্ষণ ও হত্যাসহ নানাবিধ আক্রমণ থেকে রেহাই পাচ্ছে না বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও। গৃহকর্মী থেকে গৃহিনী, সরকারি-বেসরকারি চাকরি থেকে ব্যবসায়ী, কারখানার শ্রমিক কিংবা কৃষিজীবি নারী থেকে সকল স্তরের নারীরা এই নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। সম্প্রতি তনু-তন্বী-আফসানা হত্যাকাণ্ড দেশবাসীকে ব্যাপক ক্ষুব্ধ করেছে। সিলেটে প্রকাশ্যে খাদিজাকে কুপিয়ে আহত করার মত ঘটনা সচেতন নাগরিককে বিচলিত করেছে। ইভটিজিং আজ একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। এসব ঘটনা দেশের অভ্যন্তরে নারীর সামাজিক অনিরাপত্তার পরিচায়ক। রাকিব-রাহাতসহ অনেক শিশুকেই নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে এক কথায় বলতে গেলে দেশে সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার কারণে নারী ও শিশুদের নির্যাতিত হয়ে জীবন দিতে হচ্ছে। এর থেকে মুক্তির পথ ও তা প্রতিরোধে শিশু ও নারীর সামাজিক নিরাপত্তায় গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক এক মতবিনিময়সভা গত ২৮ অক্টোবর ২০১৬ নেত্রকোনা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

জনউদ্যোগ নেত্রকোনার আহ্বায়ক অধ্যাপক কামরুজ্জামানের সভাপতিত্বে মতবিনিময়সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মো. মুসফিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নারীনেত্রী তাজেরা বেগম, আওয়ামীলীগ নেতা মাজহারুল ইসলাম, রেড ক্রিসেন্ট সম্পাদক গাজী মোজাম্মেল হোসেন টুকু এবং জেলা প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা হায়দার জাহান চৌধুরী। অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন শিল্পকলা একাডেমির আব্দুল্লাহ আল মামুন, উদীচীর মুস্তাফিজুর রহমান, উন্নয়ন কর্মী আলী আমজাদ খান আন্টু, দৈনিক বাংলার নেত্র পত্রিকার সম্পাদক কামাল হোসেন, অন লাইন সাংবাদিক আল্পনা বেগমসহ বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ।

সভায় আলোচকবৃন্দ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ঘরে-বাইরে, অফিস-আদালতে, কলকারখানায়, রাস্তাঘাটে, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ সর্বত্র নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা ও নির্বিঘ্ন চলাচলের ক্ষেত্রে পুরুষ ও প্রশাসনের সচেতনতা ও সক্রিয়তার বিষয়ে গণমাধ্যমের কর্মীদের যথাযথ ভূমিকার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা বলেন, সকল ক্ষেত্রে নারী ও শিশুর উপর সহিংসতা প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। এসব আন্দোলনের খবর প্রচার এবং নারী ও শিশুর সাংবিধানিক অধিকারসমূহ সম্প্রচারের মাধ্যমে গণমাধ্যম তার ভূমিকা পালন করলে সহিংসতা ব্যাপক হারে হ্রাস করা সম্ভব হবে।

বক্তাগণ বলেন, নারী ও শিশুদের উপর নির্যাতন বন্ধ, আদালতে চলমান মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তি, শিক্ষার্থীদের চলাফেরা সুগম করতে সাংবাদিকমহলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জেলা প্রশাসক অবিলম্বে এ বিষয়টি জেলার আইন-শৃংখলা কমিটিতে আলোচনার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

গাইবান্ধা

দলিত জনগোষ্ঠীর সাথে নারীর মানবাধিকার ও ক্ষমতায়ন এবং তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষে মতবিনিময়সভা

জনউদ্যোগ গাইবান্ধার আয়োজনে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বোনারপাড়ায় হরিজন সার্বজনীন মন্দির প্রাঙ্গণে দলিত জনগোষ্ঠীর সাথে নারীর ক্ষমতায়ন ও তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষে মতবিনিময়সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন জনউদ্যোগ গাইবান্ধার সদস্য সচিব প্রবীর চক্রবর্তী, জেলা সামাজিক উদ্যোক্তা ও প্রশিক্ষক দলের সদস্য বিপুল কুমার দাস, ইয়েস লিডার আতিকুর রহমান, ডেপুটি লিডার ফাতেমা খাতুন, দলিত জনগোষ্ঠীর অনিতা রানী বাঁশফোর, কাঞ্চি রানী বাঁশফোর, রাজেশ বাঁশফোর, অবলম্বনের মাজেদুল ইসলাম প্রমুখ। আলোচকগণ উপস্থিত নারী সদস্যদের পারিবারিক আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক আইনসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বাল্যবিবাহ, যৌতুক, পারিবারিক সহিংসতা যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। পাশাপাশি যৌতুককে সামাজিক ব্যাধি হিসেবে উল্লেখ করে তারা বলেন, যৌতুকের কারণে অধিকাংশ নারী পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হন। সভায় সুবিধাবঞ্চিত নারীদের বিনা খরচে আইনি সহায়তা প্রাপ্তির বিষয়ে অবহিত করে বলেন, নির্যাতিত নারীরা যেন তথ্য গোপন না করে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বক্তাগণ নাগরিক জীবনে নানা সংকট ও অবক্ষয় রোধে তথ্যের অবাধ স্বাধীনতার উপর গুরুতারোপ করে বলেন, তথ্যের স্বাধীনতাই জনপ্রশাসনকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে সক্ষম। আর এই জবাবদিহিতাই সকল প্রকার সহিংসতাকে নির্মূল করতে সক্ষম। এক কথায় তথ্যের স্বাধীনতাই একটি সুন্দর ও সুস্থ সমাজ বিনির্মাণে বিস্ময়কর সাফল্য এনে দিতে পারে। সভায় তথ্য জানার ফরম ও আপিলের ফরম পূরণের পদ্ধতি হাতে-কলমে শেখানো হয়। এছাড়াও দলিত জনগোষ্ঠীর অন্যতম দাবি বর্ণ বৈষম্য বিলোপ আইন দ্রুত প্রণয়নের দাবি জানানো হয়।

এর আগে গত ২৭ আগস্ট ২০১৬ গাইবান্ধার লক্ষীপুরে দলিত নারীদের সাথে মানবাধিকার বিষয়ক মতবিনিময় সভার আয়োজন করে জনউদ্যোগ গাইবান্ধা। সভায় আলোচনা করেন জনউদ্যোগ গাইবান্ধার সদস্য সচিব প্রবীর চক্রবর্তী, জেলা সামাজিক উদ্যোক্তা ও প্রশিক্ষক দলের সদস্য বিপুল কুমার দাস, রেজাউল আলম, নারী নেত্রী রেশমা রানী দাস, শিখা রানী বাঁশফোর, দিপা রানী বাঁশফোর, মাজেদুল ইসলাম প্রমুখ। এ সভাতে আলোচকবৃন্দ নারীদের পারিবারিক আইন ও মানবাধিকার বিষয়ে অবহিত করেন।

জুলাই- ডিসেম্বর ২০১৬

পরিবেশ ও ক্ষমতায়ন

আইইডি'র ষাণ্মাসিক খবরপত্র

রাজশাহী জনউদ্যোগ

রাজশাহী শহর রক্ষা বাঁধের ভাঙনরোধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

শহর রক্ষা বাঁধের ভাঙন রোধে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাঁধের অসমাপ্ত কাজ পানি নামার সঙ্গে সঙ্গে শুরুর দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে রাজশাহী জনউদ্যোগ। গত ৩১ আগস্ট ২০১৬ নগরীর আলুপট্টি মোড়ে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগারে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন জনউদ্যোগ রাজশাহীর আহ্বায়ক প্রশান্ত সাহা ও লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন জনউদ্যোগের ফেলো জুলফিকার আহমেদ গোলাপ। বক্তব্য রাখেন, মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগারে সভাপতি প্রকৌশলী তাজুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান আলী বরজাহান, শাহ মুখদুম কলেজের অধ্যক্ষ আমিনুর রহমান, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির কেন্দ্রীয় সহসাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক কামারুজ্জামান, মহিলা পরিষদের সভাপতি কল্পনা রায়, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ কুমার ঘোষ, শান্তি রঞ্জন ভৌমিক, রাজনৈতিক কর্মী শাহ আলম বাদশা প্রমুখ। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, শহর রক্ষা বাঁধ ও পদ্মা পাড় পানির তোড়ে আজ হুমকির মুখে। কয়েক বছর ধরে বর্ষা মৌসুমে পদ্মার পাড় ভাঙছেই। এবারের ভাঙন তীব্র ও আতঙ্কজনক। পবা উপজেলার হরিপুর থেকে চারঘাটের ইউসুফ পর্যন্ত এই ভাঙন বিস্তৃত। প্রবাহমান পানির গভীরতা হিসেবে নিম্নে ভয়াবহতার ক্ষমতা ব্যাপক যা শুকনো মৌসুমে পদ্মার ধারে গেলেই ধারণা করা যায়। এ অবস্থা চলতে থাকলে পদ্মা পাড়ের বাড়িঘর, ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, খেলার মাঠ, সাংস্কৃতিক ও চিত্ত বিনোদনের জন্য নির্মিত স্থাপনা বিলুপ্ত হবে। সর্বস্তরে নগরজীবন হুমকির মুখে পড়বে।

তাই শহর রক্ষা বাঁধের ভাঙন রোধে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে জনউদ্যোগ। একইসঙ্গে বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে বন্যার কারণে ক্ষতি নিরূপণ করে তা দ্রুত সংস্কার করার আহ্বান জানানো হয়। এছাড়াও পানি উন্নয়ন বোর্ডকে বাঁধের সংস্কার ও ভাঙনরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।

শেরপুর জনউদ্যোগ

'নৈতিকতা ও মূল্যবোধ' বিষয়ক যুব সেমিনার অনুষ্ঠিত

শেরপুরে সামাজিক অবক্ষয়রোধ ও নেতৃত্ব বিকাশে ২৫ সেপ্টেম্বর রবিবার 'নৈতিকতা ও মূল্যবোধ' বিষয়ক এক যুবসেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। শহরের মডেল গার্লস কলেজ মিলনায়তনে ওয়ার্ল্ড ভিশন শেরপুর এডিপি'র সহায়তায় নাগরিক সংগঠন 'জনউদ্যোগ শেরপুর' এ সেমিনারের আয়োজন করে।

সেমিনারে বক্তারা বলেন, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অভাবে সামাজিক অবক্ষয় বাড়ছে। বাড়ছে দুর্নীতি, মিথ্যা বলার প্রবণতা, মাদকের ভয়াবহতা। এমনকি দেশে জঙ্গিবাদের মতো ভয়াবহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে তরুণ-যুবরা। এজন্য কেবল মুখস্ত বিদ্যার নীতিকথা বললেই হবেনা, সেগুলো হৃদয়ে লালন ও বাস্তবজীবনে চর্চা করতে হবে। সবাইকে নিজের পরিবারের সদস্য মনে করতে হবে এবং সেভাবেই আচরণ করতে হবে। বক্তারা বলেন, সকল ধর্মই মানুষ হত্যাকে পাপ বলে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও দেশে দেশে-সমাজে ধর্মের নামে মানুষ হত্যার ঘটনা আজও ঘটে চলেছে। এর বড় কারণ নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অভাব। যার কারণে ধর্মের প্রকৃত শিক্ষার পরিবর্তে অসহিষ্ণুতা দেখা যাচ্ছে। এ অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে হবে। মানুষকে মানুষ হিসেবে ভাবতে হবে। কেবল মানুষ নয়, সকল জীবের প্রতি ভালোবাসা থাকতে হবে। কথায় বলে জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

নবারুণ পাবলিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে সেমিনারে মূলপ্রবন্ধ পাঠ করেন এডিপি'র শিক্ষা সমন্বয়কারী সুজিত বানোয়ারি। এতে অন্যান্যের মাঝে জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. হারুণ অর রশিদ, মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট প্রদীপ দে কৃষ্ণ, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি দেবাশীষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শিবশংকর কারুয়া, পাস্টার রাসেল অধিকারি, কবি তালাত মাহমুদ, সোলায়মান আহমেদ, সাংবাদিক সম্ভিব চন্দ বিল্টু, উদীচী সভাপতি তপন সারোয়ার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সাংবাদিক হাকিম বাবুলের সঞ্চালনায় সেমিনারে মডেল কলেজের শিক্ষার্থী, চাইল্ড ফোরাম ও হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস ফোরামের যুব নেতারা ছাড়াও বিভিন্ন কলেজের দুই শতাধিক শিক্ষার্থী ও যুবনেতা অংশগ্রহণ করেন।

ময়মনসিংহ- জনউদ্যোগ

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস বিরোধী মানববন্ধন

জনউদ্যোগ কমিটির ষাণ্মাসিক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ২৬ জুলাই 'জঙ্গি-সন্ত্রাসীরা দেশ, জাতি, ধর্ম ও মানবতার শত্রু' এই শ্লোগানে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রত্যয়ে ৩০ জুলাই ২০১৬ শহীদ ফিরোজ জাহাঙ্গীর চত্বরে সকাল ১১.০০টায় জনউদ্যোগের পক্ষ থেকে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। মানববন্ধন কর্মসূচিতে জনউদ্যোগ সদস্যসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন। মানববন্ধন কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন অ্যাড. নজরুল ইসলাম চুন্নু। মানববন্ধন কর্মসূচির আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কাজল কোরায়শী, প্রদীপ কুমার ভৌমিক, অধ্যক্ষ ড. মেজর মো. শাহাব উদ্দিন, মাহমুদ আরা হেলেন, অ্যাড. শিব্বির আহাম্মেদ লিটন, অ্যাড. আব্দুল মোত্তালেব লাল, খন্দকার সুলতান আহাম্মেদ, সজল কোরায়শী, অহনা নাসরীন, আইইডি'র ময়মনসিংহ কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক নাসরীন বেগম প্রমুখ।

বক্তাগণ বলেন, দেশে জঙ্গিবাদী অপতৎপরতা শুরু করে ধর্মের নামে নিরীহ মানুষ খুনের খেলায় মেতেছে একটি গোষ্ঠি। এরা দেশকে অস্থিতিশীল করতে চায়। জঙ্গিরা যতো শক্তিশালীই হোক না কেন, অসাম্প্রদায়িক-মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বাঙালিদের সম্মিলিত জনতার শক্তির কাছে তাদের পরাভূত হতেই হবে। এজন্য তিনি সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তারা বলেন, দেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কাজকে বাঁধাগ্রস্ত করতে, একাত্তরের পরাজিত অপশক্তিরাই এসব জঙ্গি কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে। তাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতিভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

জঙ্গিরা ঈদের দিনে শোলাকিয়া ঈদগাহে মাঠে হামলা করে পুলিশ হত্যা করেছে। গুলশানের হলি আর্টিজানে হামলা করে দেশী-বিদেশী নিরীহ মানুষকে খুন করেছে উল্লেখ করে বক্তাগণ বলেন, একাত্তরের পরাজিত শক্তি যুদ্ধাপরাধীদের দোসরাই আইএসের নামে এ ধরনের মানুষ খুনের জঙ্গিবাদী-সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করছে। এর মাধ্যমে তারা দেশকে অস্থিতিশীল করে দেশের উন্নয়ন বাঁধাগ্রস্ত করছে। তারা একাত্তরের মতো এইসব জঙ্গিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে আরেকটি মুক্তিযুদ্ধ করার জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ নেত্রী আঞ্জুমান আরা যুথী বলেন, শিক্ষিত-মেধাবী ছেলেরাও এখন জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ছে। এজন্য সন্তান কোথায় যায়, কি করে, কার সাথে মিশছে-এসব বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। পরিবারের-এলাকার কোন যুবক অস্বাভাবিক আচরণ করছে কিনা, সেসব ভাবনায় নিতে হবে। এলাকায় অপরিচিত কিংবা নতুন কোন লোক আসলে তাদের বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। প্রয়োজনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তা নিতে হবে। কোনোভাবেই জঙ্গিবাদী-সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয় দেওয়া যাবেনা। তাদেরকে দমন করতে হবে। এজন্য সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

সাংবাদিক সুশীল মালাকার বলেন, জঙ্গিবাদী তৎপরতা রুখতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড জোরদার করতে হবে। এজন্য রাষ্ট্র পরিচালনায় যারা রয়েছেন, তাদেরকে এ বিষয়ে নিয়ে ভাবতে হবে। পাশাপাশি সর্বস্তরের নাগরিক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিকসহ সকল পেশার মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

সম্পাদক : নুমান আহম্মদ খান

ইনস্টিটিউট ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইইডি) কর্তৃক
কল্পনা সুন্দর, ১৩/১৪ বাবর রোড, ব্লক বি, মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেট, ঢাকা ১২০৭ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত এবং মাটি আর মানুষ থেকে মুদ্রিত।
ফোন: (৮৮০-২) ৫৮১৫১০৪৮, ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৫৮১৫২৩৭৩, ই-মেইল: ieddhaka@gmail.com ওয়েব: www.iedbd.org